



सत्यमेव जयते

অসম চৰকাৰ

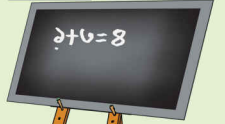
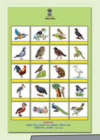
বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

শৈক্ষিক দিনপঞ্জী

শিক্ষাবৰ্ষ

২০২৩-২৪

(ক শ্ৰেণীৰপৰা ৮ম শ্ৰেণীলৈ)



প্রস্তুতকর্তা

ৰাজ্যিক শিক্ষা-গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ, অসম

কাহিলিপাৰা, গুৱাহাটী- ৭৮১০১৯

শৈক্ষিক দিনপঞ্জী ২০২৩-২৪

দিনপঞ্জীর উল্লেখনীয় দিশসমূহ

- দিনপঞ্জী নির্ধারিত সময়ের প্রারম্ভে বিদ্যালয়ের কার্যসূচী অনুষ্ঠানক্রমের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। প্রারম্ভে প্রাথমিক শিক্ষার সীমিত আয়তন বৃদ্ধি করিবে।
- প্রাথমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীয়ে যাতে সর্বকালের পবাই সু-স্বাস্থ্য আয়তন সূচী অনুসরণ করে তাই প্রাথমিক শিক্ষার সীমিত আয়তন বৃদ্ধি করিবে।
- বিদ্যালয়ের সমন্বিত কর্মসূচী:
 - অনাময় বারস্থা
 - খোরাপানী আক বাসা গ্রহণ
 - পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

বিদ্যালয়ের সমন্বিত কর্মসূচী:

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর শিশুর বাবে নির্ধারিত ৪ ঘণ্টা সময় তলত দিন ধরে ভাগ করি লব-	
প্রারম্ভে প্রয়োজন অনুসারে এই সময় বৃদ্ধি করিবে (পরে)	- ১৫ মিনিট
শৈক্ষিক বিষয়ের আদান-প্রদান	- ৩ ঘণ্টা ১৫ মিনিট
সিঁড়ি	- ৩০ মিনিট

অন্য শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীসকলে ৬ ঘণ্টা ২৫ মিনিট (৯ বজাপর্যন্ত ০.২৫ বজাংশে) বিদ্যালয়ত থাকিবে লাগিবে। এই সময়খিনি তলত দিয়া ধরবে বিতরণ করি লব।

প্রারম্ভে প্রয়োজন	- ১৫ মিনিট
শৈক্ষিক আদান-প্রদান	- ৫ ঘণ্টা ২৫ মিনিট
প্রথম বিবর্তি	- ১০ মিনিট
মধ্যাহ্ন ভোজন বিবর্তি	- ৩৫ মিনিট

- ২০২৩-২৪ শিক্ষাক্ষেত্র মুঠ কর্মসূচী: ২৫৪
- জিলা কর্তৃপক্ষ যোগ্য অধ্যয়ী স্থানীয় বন্ধন দিন পালন করিবে।
- কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তির বিদায় হলে সেইদিন শ্রেণী শেষ হোবার পিছত শোক সভা অনুষ্ঠিত করিবে। কোনো কারণে যাতে জিলা কর্তৃপক্ষের অনুমতি নোহোলে বিদ্যালয় বন্ধ বা অর্ধশুভ্রী যোগ্য নাহয় তাই প্রতি সূচি বাধিবে।
- চকবাক নির্দেশ অনুযায়ী সময়ে সময়ে শৈক্ষিক দিনপঞ্জীর সালাসলনি ঘটাবে; এই সালাসলনিসমূহ যথা সময়ত জনোরা হ'বে।
- চকবাক নির্দেশ অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীর সুবিধা অনুযায়ী নিম্ন প্রাথমিক বাবে বাতিপূর ৭.৩০র পরা ১২.১৫ বজাংশে আক উচ্চ প্রাথমিক বাবে বাতিপূর ৭.৩০র পরা ১.০০ বজাংশে সম্মান নির্ধারিত করা হইবে।
- মুঠ শ্রেণীদিন একে বাধি কর্তৃপক্ষের পূর্ব অনুমতি সাপেক্ষে বন্ধক উপলক্ষ্যে পূজার বন্ধ ১০ দিনেই বড়াই পবনক বন্ধক সম্মান সংখ্যক দিন কমাই ল'ব পাবিবে।

- বান্দানীর ফলত বা অন্যান্য কারণে শ্রেণীদিন বাহ্যত হ'লে বন্ধ দিন, বিবাহ বা পবনসূচী কার্য দিনত পাঠদান করি এই ক্ষতি পূর করিবে।
- মধ্যস্থ সালাসল শিক্স সূচা, কেন্দ্র সূচা আক উচ্চ প্রাথমিক পর্যায়ের মাওলিক সভা প্রতি মাহত সুবিধা অনুসরি যিকোনা এটা শনিবারে নিয়মীয়া পাঠদান বাহ্যত নোহোলেই অনুষ্ঠিত করিবে।
- বিশেষভাবে সক্ষম শিশুর পাঠ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজন অনুসরি পাঠ্যক্রমত সন্নিবিষ্ট ক্রিয়াকলাপ সালাসলনি করি তেওঁলোকের সহায়ক হোকোই নিয়মীয় বাহ্যত ল'ব।
- শিক্ষকসকলে শিশুর পিতৃ-মাতৃ আক অভিভাবক লগত প্রতিমাহত অতি কমেও এবার সাক্ষাতের বাহ্যত করি শিশুসকলের উপস্থিতি, শিক্স দক্ষতা, শিক্স ফলাফল আক ছাত্র-ছাত্রীসকলের ব্যক্তিগত আক সামাজিক গুণাবলির বিকাশ সদনত তেওঁলোকের অগত করিবে।

নিপুন অসম

(বুনিয়াদী সাক্ষরতা আক সাংখ্যিকতা নিশ্চিতকরণের বাবে এক বাস্তবিক অভিযান)

বাস্তবিক শিক্ষানীতি, ২০২০ এ প্রাক-বিদ্যালয় স্তরের পাবাই শিশুরে বুনিয়াদী সাক্ষরতা (Foundational Literacy) আক বুনিয়াদী সাংখ্যিকতা (Foundational Numeracy) ব দক্ষতা আয়তনকরণের ওপরত গুরুত্ব আরোপ করিবে। এই শিক্ষানীতির ওপরত ভিত্তি করিবেই ৩-৬ বছর বয়সের শিশুসকলের অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাবাই বুনিয়াদী সাক্ষরতা আক বুনিয়াদী সাংখ্যিকতার শিক্ষা ফলাফলসমূহ (Learning Outcome) ২০২৬-২৭ চন ভিতরে নিশ্চিতকরণের বাবে ভাবত চকবাক শিক্ষা বিভাগে 'নিপুন ভাবত' (NIPUN-National Initiative for Proficiency in Reading with Understanding and Numeracy) নামেরে এক মিন্ডা যোগ্য করিবে। অসম চকবাক শিক্ষা বিভাগেও একে লক্ষ্য আঘাত বাধি এই মিন্ডা 'নিপুন অসম' নামেরে নামকরণ করি ইতিমধ্যে ইয়াক সফলকরণে কায়াগ করিবে। শৈক্ষিক আক প্রশাসনিক দিকের কার্যসূচীও আশ্রয় করিবে। 'নিপুন অসম'ক সফলকরণে কায়াগিত করিবেই সর্বকালের সহায় সহযোগিতা, দিহা-পদার্থ নিশ্চিত করিবে লাগিবে।

'নিপুন অসম' মিন্ডার অন্তর্গত কার্যকলাপসমূহ ৩-৬ বছর বয়সের শিশুসকলের বাবে প্রয়োজ হ'বে। অর্থাৎ প্রাক-প্রাথমিক স্তরের পাবাই তৃতীয় শ্রেণীসে সকলো বিদ্যালয়ত এই মিন্ডার কাম কার্যকরী করা হ'বে। অরশে চতুর্থ আক পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীসকলের শিক্ষক একেবধে বুনিয়াদী সাক্ষরতা আক সাংখ্যিকতার দিশত শৈক্ষিক সহযোগিতা আঘাতবা। এই মিন্ডা সফল করিবেই বিদ্যালয় তথা বিদ্যালয়ের শিক্ষকসকলে কনিবলগীয়া মুদ কামার নিশ্চয় হ'বে।

- প্রথম শ্রেণীত প্রবেশ করা শিশুসকলের বাবে শৈক্ষিক কর্তব্য অর্জনগত প্রথম তিনিমাহ 'বিদ্যাপ্রবেশ' কার্যসূচীখন প্রথম বিদ্যালয়ত কার্যকরী করা হ'বে।
- পাঠ্যপুথির লগতে বিদ্যালয়সমূহসে সময়ে সময়ে যোগান ধরা শিক্ষা-শিক্স সর্জুসমূহ সঠিকভাবে প্রয়োগ করিবে।
- প্রতিগণাকী ছাত্র-ছাত্রীর শিক্সের ত্তর জনার লগতে সেই অনুযায়ী উপযুক্ত পরিপূরক বাহ্যত গ্রহণে উদ্দেশ্যে নির্দেশিত অনুসরি মান নিরূপণ করিবে।
- বিদ্যালয়ের শ্রেণীকোঠাসমূহে শিক্ষা ফলাফলসমূহ (Learning Outcome) ভাঙ্গলরে অর্ধি থ'বে।
- সময়ে সময়ে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীসকলের বাবে বাহ্যত কা বিভিন্ন প্রশিক্ষণত ভাগ ল'বে। উদাহরণকরণে- এন চি আই আন টি (NCERT), এন চি আই আন টি (SCERT) আক সসজ শিক্ষা, অসম (SSA) ব সহযোগত আয়োগন করা নিষ্ঠা (NISHTHA) প্রশিক্ষণত সকলো শিক্ষকে ভাগ লগাটো নিশ্চিত করিবে লাগিবে।
- ১৯ শ্রেণীকোঠা কো শ্রেণীলগে প্রতিদিন ভাষার বাবে ৯০ মিনিট আক গণিতের বাবে ৬০ মিনিট নৈমিন্দ পাঠদানের পিবিয়ত্ত বহা লগতে ইয়ার সঠিক ব্যাহার কর'বে। (শিক্ষকে নিপঞ্জীত উপলক্ষ্যে কা নৈমিন্দ সময় অধিকার অর্হিত এই সময়খিনি নিজের সুবিধা অনুযায়ী যুতহাই ল'বে।)
- শ্রেণীকোঠার পাঠদানসমূহে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীসকলের বাবে যোগান ধরা নির্দেশনামূলক অর্হি (Instructional Design)ত দিয়া ধরবে একাদিক্রমে করিবে।
- প্রতিগণাকী ছাত্র-ছাত্রীর মান নিরূপণ তথ্যসমূহ সঠিকভাবে বাধিবে।
- প্রয়োজনসাপেক্ষে শিক্স ফলাফলসমূহ (Learning Outcome) নিশ্চিতকরণের বাবে অতিরিক্ত সহায় (Additional Support) ব বাহ্যত করিবে।
- ১০ শ্রেণীকোঠাসমূহে হপাসমূহ (Print Rich) করি গুটি তুলিবে।
- 'নিপুন অসম' মিন্ডার সফলকরণে কায়াগ করাবে বিদ্যালয় পটিকাচনা সমিতি, পিতৃ-মাতৃ, অভিভাবক, স্থানীয় অধ্যয়ী, শিক্ষা বিভাগের লগত জড়িত সকলো বিষয়ববীয়া, শিক্ষার প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান আদির সৈতে সু-সম্পর্ক গুটি তুলিবেই যত্ন করিবে।

বিদ্যাপ্রবেশ

সর্বকলে ছাত্র-ছাত্রীকে বিদ্যালয়ের বাবে সাজু করি তোলার উদ্দেশ্যে প্রথম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর বাবে এটা তিনিমহীয়া খেল-খেলাভিত্তিক 'বিদ্যালয় প্রবেশ মনিকা' তৈয়ার করা হইবে। এই মনিকাখনে বর্নামা, ধর্ম, শশ, বৎ, আকৃতি আক সংখ্যার বিষয়ে বুজান পবাক বিত্তি করবে। ক্রিয়াকলাপ আক কর্মপুথি সন্নিবিষ্ট করা হইবে। এই ক্রিয়াকলাপেরে সম্পন্ন করিবেই সমন্বীয়া ল'বা-ছোলাকী আক পিতৃ-মাতৃর সহযোগিতার প্রয়োজন হ'বে।

বাস্তবিক শিক্ষানীতি, ২০২০ ব আঘাত মনিকা দিল্লীস্থিত বাস্তবিক শৈক্ষিক অনুসারণ আক প্রশিক্ষণ পরিষদ (NCERT) ব দ্বারা প্রস্তুত করা এই মনিকালখন বাস্তবিক শিক্ষা-গবেষণা আক প্রশিক্ষণ পরিষদ (SCERT), অসমে অসমীয়ার লগতে আন ৭টা মধ্যাংশে অনুবাদ/অভিযোজন করিবে।

বিদ্যাপ্রবেশ ভাবত চকবাকের বিশেষ পদক্ষেপ NIPUN BHARAT (বুনিয়াদী সাক্ষরতা আক সংযোজনের বাস্তবিক অভিযান) ব এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ পোরা ব নোপোরােক প্রথম শ্রেণীত প্রবেশ করা সকলো শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ আক শিক্সের প্রতি লক্ষ্য বাধি এই মনিকালখন প্রস্তুত করা হইবে। শিশুসকলক এক আনন্দময় বাতাবরণের মাজত নির্ভয়ে বিদ্যালয় শিক্ষা ত প্রবেশ করবে। এই মনিকালখন শিক্ষকসকলের বাবে নিশ্চিতকরণে সহায়ক হ'বে। বিদ্যালয় প্রস্তুতির এই কার্যসূচীখন প্রথম শ্রেণীর তিনিমাহ নৈমিন্দ চারি ঘণ্টার প্রয়োগ করিবে বাবে সাজু-পবাই যুতহোরা হইবে। ইয়াত খেল-খেলাকী আক কা অভিজাত/ভিত্তিক শিক্ষা পদ্ধতির ওপরত প্রধান দিয়ার লগতে শিশুর বাবেসোপযোগী ক্রিয়াকলাপ আক স্থানীয়ভাবে উপলক্ষ্য ক্রীড়া সামগ্রী ব্যাহারের ওপরত গুরুত্ব প্রধান করা হইবে।

বহনক্ষম বিকাশের লক্ষ্য ৪.৭

বাস্তবিক ২০৩০ চনর ভিতরে সমস্ত বিশ্বর দেশসমূহের উন্নয়ন বাবে ১৭ টা বিশেষ লক্ষ্য নির্ধারণ করিবে। এইবোঝক 'বহনক্ষম বিকাশের লক্ষ্য' (Sustainable Development Goal) বুলি কোরা হয়। ইয়াবে চতুর্থ লক্ষ্যটো হ'ল সকলো শিশুর বাবে গুণসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা। এই গুণসম্পন্ন শিক্ষার লক্ষ্যর ভিতরে আকী ৪.৭ উপলক্ষ্যত উল্লেখ করা হইবে যে ২০৩০ চনর ভিতরে সকলো ছাত্র-ছাত্রীয়ে 'বহনক্ষম বিকাশের লক্ষ্য' আনুষ্ঠানিক নিবেল প্রয়োজন হোরা জ্ঞান আক দক্ষতা আহরণ করিবে লাগিবে। এই ক্ষেত্রে তলত দিয়া ছটা জ্ঞান এই উপলক্ষ্যক অন্তর্গত বিষয়বস্তুর মধ্য ভাগ করা হইবে।

- পর্যায়ক্রমে এই আটটিবোঝ বিষয়বস্তুরে সাঙুরি ল'বেই প্রচেষ্টা চলাবি লাগিবে। উল্লিখিত বিষয় কেইটা হ'ল- বহনক্ষম বিকাশ - বহনক্ষম বিকাশ, পরিবেশতত্ত্ব, পরিবেশ শিক্ষা, পরিবেশের বহনক্ষমতা, বতবের পরিবর্তন, পুনর বাহরণযোগ্য শক্তি ব উৎস, আবেদনী ব্যাহরণনা, অর্থনৈতিক বহনক্ষমতা, সামাজিক বহনক্ষমতা।
- মানব অধিকার - অধিকার, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়, মানব অধিকারের শিক্ষা।
- শান্তি আক অহিংসা - শান্তি, অত্যাচার, হাযাণিত, হিংসা, শাধিক শিক্ষা, নীতি বা মূল্যবোধ শিক্ষা।
- বিশ্ব নাগরিকত্ব - গোলকীয়কণ, সাংস্কৃতিক বহরণনা, আন্তর্জাতিকি বিনিয়ন, বিশ্ব নাগরিকত্ব, প্রজন্মবাহী, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা, বিশ্বস্ততা আক স্থানীয় চিন্তন সহযোগে, আন্তর্জাতিকি বহরণ অসমতা, ডিজিটেল নাগরিকত্ব, আন্তর্জাতিকি ত্তরের সমনাময়িক সন্থতে সম্পর্কীয় বিষয়সমূহ।
- লিঙ্গ - লিঙ্গসমতা, লিঙ্গভেদে অতিক্রম করি সত্য উন্নয়ন, লিঙ্গভেদে প্রতি সবেদনশীলতা, লিঙ্গভেদের সমন্বয়না, সলীকণ।
- বেচিন্তা - সাংস্কৃতিক বেচিন্তা, জনসোষ্ঠী/জাতি, সামাজিক-অর্থনৈতিক কাবসমূহ, বিলঞ্জীয়া জনসোষ্ঠী, ব'ন আভা অধিবেশনযোগে সক্ষমকরণের সৈতে জড়িত বিষয়সমূহ।

প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর উদ্দেশ্য, লক্ষ্য আক মান নিরূপণের ব্যবস্থাবন্দী

- প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণীর শিক্ষার উদ্দেশ্য হইবে—
 - শিশুসকলক বিদ্যালয়মুখী করা বাবে পরিবেশ সৃষ্টি করা
 - শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশত অধিবেশ যোগোরা
 - আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বাবে খাতিত বয়োরা আক প্রস্তুত করি তোলা

শিশুর সর্বাঙ্গীণ বিকাশ স্বত্বীয় লক্ষ্যসমূহ-

- শিশুসকলক সু-স্বাস্থ্যর অধিকারী হ'ব আক সুস্থ স্তীতর চায়ন তরিবি।
- শিশুসকল সফল ভাবে বিত্তিমুক্ত হ'ব।
- শিশুসকলে তাৎক্ষণিক পরিবেশে লগত সম্পর্ক স্থাপন তরি শিক্সত ত্রুটিত হ'ব।

(এই বিকাশ স্বত্বীয় লক্ষ্যসমূহ আন্তঃসম্পর্কীয়। ইয়ার উদ্দেশ্য হ'ল শিশুর সর্বাঙ্গিক যোনে- বৈদিক, ভাবিক, শাধীক, সামাজিক আবেশিক আক সৃজনশীল বিকাশ অর্হতাসমূহ নিশ্চিত করিবে বাবে সুযোগ প্রদান করা।)

শিশুর শিক্সের মান নিরূপণ:

শিশুর শিক্সের মান নিরূপণ করিবেই তলত দিয়া প্রক্রিয়াসমূহ অনুসরণ করা উচিত-

- প্রতিজন শিশুরে প'টফলিগ' প্রস্তুত করিবে। প্রতিজন শিশুর অগ্রগতির পর্যায় জনা আক খতিয়ান বখাত ই শিক্ষক সহায় করিবে।
- ভিন ভিন শিক্স অভিজ্ঞতা ত জড়িত হ'বে শিশুর পর্যবেক্ষণ করিবে।
- শিক্স প্রক্রিয়াত শিশুর পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হোয়াটো নিশ্চিত করিবে।
- শিশুসকলে সর্ব সর্ব দলত ক্রিয়াকলাপ করি থাকোতে প্রতিটা দলকে পর্যবেক্ষণ করাতে নিশ্চিত করিবে।
- পর্যবেক্ষণ ভিত্তি করি খাটিবে সেই ঘটনার সত্য বিবকী (anecdotes) লিখক। ধাঝা বা অনুমান বাবে পর্যবেক্ষণক প্রভাভিত করি নোবোনে সোয়া নিশ্চিত করক আক আবেশন মান নিরূপণ করাওকো বর্নাইবে করিবে।
- প্রতিজন শিশুরে অগ্রগতির মান নিরূপণ করিবেই পূর্বে পর্যায়ত বিমান শিক্সে তাবো মান নিরূপণ করিবে।
- তৃতীয় পর্যায়ের মান নিরূপণ সম্পূর্ণ করার পিছত প্রতিজন শিশুরে তথ্যসমূহ একত্রিত করি সংগ্রহ করি বাধি যাতে তথ্যবাহ্যে শিশুসকলের সহায়ক হয়।

শিক্স অভিজ্ঞতা পরিবেশনা করিবে, পিতৃ-মাতৃ বা অভিভাবক লগত আলোচনা করিবেই আক কার্যসূচী প্রয়োজনত সালাসলনি করিবেই ই যতে সহায়ক হয় তাই প্রতি লক্ষ্য বাধিবে।

বুনিয়াদী, প্রস্তুতিমূলক আক মধ্যম পর্যায়ের পাঠ্যক্রমত সন্নিবিষ্ট বিষয়সমূহ

(ক) বুনিয়াদী (প্রথমবর্ষা দ্বিতীয় শ্রেণী) আক প্রস্তুতিমূলক (তৃতীয়বর্ষা পর্যন্ত শ্রেণী) পর্যায়-

বিষয়

- ভাষা ১ • মাতৃভাষা আক মধ্যম ভাষা
- ভাষা ২ • ইংবাঞ্জী (ইংবাঞ্জীর বাহিবে আন মধ্যম বিদ্যালয়ের বাবে)
- বাস্তবিক সহযোগী বাস্তবিক ভাষা যিকোনা এটা (ইংবাঞ্জী মধ্যম বিদ্যালয়ের বাবে)

গণিত

- পরিবেশ অধ্যয়ন (প্রথম আক দ্বিতীয় শ্রেণীত সমন্বিতভাবে আক আন বিষয় লগত সলভায়ারে থাকিবে)
- স্বাস্থ্য আক শাধীক শিক্ষা
- কলাশিক্ষা

(খ) মধ্যম (ষষ্ঠ শ্রেণীপর্যন্ত অষ্টম শ্রেণী) পর্যায়-

বিষয়

- গণিত • বিজ্ঞান • সমাজ বিজ্ঞান • স্বাস্থ্য আক শাধীক শিক্ষা • কলাশিক্ষা • কর্মশিক্ষা • ভাষা

ভাষার ক্ষেত্রে প্রয়োজ নীতিসমূহ-

আর্হি (ক) (অসমীয়া মধ্যমের বাবে)

ভাষা ১ঃ অসমীয়া
ভাষা ২ঃ ইংবাঞ্জী

ভাষা (৩+৪ঃ) ভাষা ৩ঃ হিন্দী (পবন: ১ম, ২য়, ৩য়) ৫০%
ভাষা ৪ঃ বড়ো/বাংলা/গাঝো/ মনিপুরী/নেপালী/ তিহা/ চাই/ বাঙা/দেউকী/ মিহি/ বিষ্ণুয়া মনিপুরী/সংস্কৃত আক আকবী (৫০%)
অথবা
ভাষা ৩ঃ হিন্দী (পবন: ১ম, ২য়, ৩য়) ১০০%

আর্হি (খ)ঃ (বাংলা মধ্যমের বাবে)

ভাষা ১ঃ বাংলা
ভাষা ২ঃ ইংবাঞ্জী

ভাষা (৩+৪ঃ) ভাষা ৩ঃ অসমীয়া (সাহিত্য পবন: ১ম, ২য়, ৩য়) ৫০%
ভাষা ৪ঃ বড়ো/বাংলা/গাঝো/ মনিপুরী/নেপালী/ তিহা/ চাই/ বাঙা/দেউকী/ মিহি/ বিষ্ণুয়া মনিপুরী/সংস্কৃত আক আকবী (৫০%)
অথবা
ভাষা ৩ঃ অসমীয়া (সাহিত্য পবন: ১ম, ২য়, ৩য়) ১০০%

আর্হি (গ)ঃ (বড়ো মধ্যমের বাবে)

ভাষা ১ঃ বড়ো
ভাষা ২ঃ ইংবাঞ্জী

ভাষা (৩+৪ঃ) ভাষা ৩ঃ অসমীয়া (সাহিত্য পবন: ১ম, ২য়, ৩য়) ৫০%
ভাষা ৪ঃ বড়ো/বাংলা/গাঝো/ মনিপুরী/নেপালী/ তিহা/ চাই/ বাঙা/দেউকী/ মিহি/ বিষ্ণুয়া মনিপুরী/সংস্কৃত আক আকবী (৫০%)
অথবা
ভাষা ৩ঃ অসমীয়া (সাহিত্য পবন: ১ম, ২য়, ৩য়) ১০০%

- অসমীয়া, ইংবাঞ্জী আক হিন্দী মধ্যমের উপরি অসমীয়া মধ্যম বিদ্যালয়সমূহতে একে ভাষা নীতি প্রয়োজ হ'বে। ইংবাঞ্জী মধ্যম বিদ্যালয়সমূহতে ২য় ভাষা হিচাপে অসমীয়া প্রয়োজ হ'বে। অরশে অসমীয়া আক ইংবাঞ্জী ভাষার বিদ্যালয়সমূহতে ৩য় ভাষা হিচাপে হিন্দী প্রয়োজ হ'বে আক হিন্দী মধ্যম বিদ্যালয়সমূহতে ৩য় ভাষা হিচাপে অসমীয়া প্রয়োজ হ'বে।
 - শিক্সের ছাত্র-ছাত্রীয়ে ৪র্থ বা ৫য় বর্ষে তেওঁলোকের বাবে ১ম (মধ্যম ভাষা) অথবা ২য় ভাষা আক ৩য় ভাষা একে হ'বে নালাগিবে।
- (ওপরেক্ত ভাষা নীতি চকবাকী অধিষ্ণা নামে PMA.329/2012/194, তার ১৮/১২/২০১৯ অনুসরি সন্নিবিষ্ট করা হইবে।)

গুণাগসরঃ গুণগত শিক্ষা প্রসারের এক অভিনব পদক্ষেপ

বিত্ত ২০১৭ বর্ষপর্যন্ত ইয়াখন বিদ্যালয়সমূহতে গুণাগসর অনুষ্ঠিত হৈ আহিবে। এই উৎসবের উদ্দেশ্য হইবে শিশুর শিক্সের ওপরত মান উন্নীত করার লগতে শিশুর শিক্সের মান নিরূপণ করা। তদুপরি শিশুর শিক্সের ব্যরণসমূহ তিনাঙ করি যথোচিত নিদানমূলক ব্যাহরণে সকলো শিশুর বাবে সমন্বয়মান মান নিশ্চিত করাটোও এই উৎসবের এক অন্যতম উদ্দেশ্য।

চকবাকী বিজ্ঞপ্তি নং E/254529/18 dated 09-12-2022 অনুসরি শিক্ষার গুণগত মান উন্নীতকরণ আক গুণাগসরের গুরুত্ব নিশ্চিতকরণের অর্থে বিদ্যালয়সমূহে বহনকোঁয়া পর্ষীকাত ১০ নম্বর গুণাগসরকরণা ধার্য করা হইবে।

সমগ্র শিক্ষা, অসমের পত্র নং SSA-15015/101/2022-ESTABLISHMENT-SSA dated 30/01/2023 অনুসরি ২০২৪ বর্ষে জানুয়ারী মাহে ১ তারিখপর্যন্ত ফেব্রুয়ারী মাহে ১৫ তারিখকি তিতবত গুণাগসরের সময়সূচী ধার্য করা হইবে।

বিদ্যাঞ্জলিঃ ২.০

বিদ্যাঞ্জলিঃ ২.০ হ'ল ভাবত চকবাকের শিক্ষা মন্ত্রালয়ে চকবাকী বা চকবাকী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহের সৈতে সমাজ আক ব্যক্তিগত খণ্ডর অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানক প্রত্যাকভাবে জড়িত করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা এক পদক্ষেপ। চকবাকী বিদ্যালয়সমূহক সমাজ আক ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান সহায়-সহযোগে/দান-বরণক্রমে সলল করার অর্থে চকবাকের এই আচনি মুকলি করিবে। অর্থাৎ এই আচনিযে চকবাকী বিদ্যালয়-শিক্সের মান উন্নত করার ক্ষেত্রে অধিবেশা যোগাণলে সকলোকে এক মঞ্চ প্রদান করার বাহ্যত করিবে। এই আচনির সফল কাপায়ন বাবে চকবাকের 'বিদ্যাঞ্জলিঃ ২.০' নামেরে এটা প'টেল প্রস্তুত করি উনিয়াইবে।

এই প'টেলক বিদ্যালয়সমূহে নিজের নাম প্রসিদ্ধি করার লগতে তেওঁলোকের প্রয়োজন হোবা বিভিন্ন সামগ্রী, সা-স'জুনি, সেবা আদির তথা দাঙি ধরিব পাবে। আনহাতে, বেবকাবী সংস্থা, ব্যক্তিগত খণ্ড ব অনুষ্ঠান, ব্যক্তি আদিযে পা'টেলটোতে নিজকে য়েহ্মস্বেসেী হিচাপে প্রদর্শন করি নিজের ইচ্ছানুসরি যেকোনো বিদ্যালয়সে বিভিন্ন সামগ্রী/সা-স'জুনি/অন্যান্য সেবা বরণক্রি হিচাপে আঘাতবা পাবে।

বিদ্যালয় তত্ত্বাবধান কার্যক্রম (School Mentoring Programme)

বাস্তবিক আবিষ্কার অভিযানের জবিরতে বিজ্ঞান আক গণিতের উচ্চ শিক্ষার প্রতিষ্ঠানের দ্বারা বিদ্যালয়সমূহের তত্ত্বাবধান (mentoring) প্রকর্ষসূচী হাতত লোরা হইবে। এই কার্যসূচীখন অধীনত প্রতিজন জিলা ১০০ খন উচ্চ-প্রাথমিক আক সন্তুত বিদ্যালয়ক বাজায়নর বিজ্ঞান আক প্রযুক্তিবিদ্যার একোজন উচ্চশিক্ষক প্রতিষ্ঠান যোনে- বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, আই আই টি - ওয়াহাটা, এন আই টি - শিলাচর, শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান, আই এ এ টি (IAST) আদির লগত সাঙুরি দিয়া হইবে। এই উচ্চশিক্ষক প্রতিষ্ঠানসমূহে তেওঁলোকের অধীনত থকা বিদ্যালয়সমূহত বিজ্ঞান আক গণিত শিক্ষার বিকাশের বাবে বিভিন্ন ধরণের আলোচনা চক্র, প্রশসনী আদির জবিরতে ছাত্র-ছাত্রীক এই বিষয় দুটা প্রতি আগ্রহী করিবেই চেষ্টা করিবে। তদুপরি এই প্রতিষ্ঠানসমূহেই বিজ্ঞান আক গণিতের শিক্ষকের গোট গঠন করি বিদ্যালয়সমূহতে শিক্ষক-শিক্স প্রক্রিয়া ফলপ্রসূ করিবেই চেষ্টা করিবে।

■ ক শ্রেণীবর্ষার প্রাথমিক পর্যায়ের সকলো বিদ্যালয়ত ২০২৩ বর্ষের ১ এপ্রিলপর্যন্ত নিয়মীয়া শ্রেণী দিন আশ্রয় হ'বে।

বিদ্যালয় অংশীদারিত্ব কার্যসূচী (School Twinning Programme)

এই কার্যসূচীৰ অধীনত দুখন বিদ্যালয়ে লগ লাগি যুটীয়াভাৱে কিছুমান কাৰ্য সম্পাদন কৰে। ইয়াৰ ফলত এখন বিদ্যালয়ত হোৱা ভাল কামখিনি আন এখন বিদ্যালয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ সুযোগ পায় আৰু নিজৰ বিদ্যালয়ত কৰিব পাৰে। বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ ভিতৰত আৰু বাহিৰত শিকনৰ বাবে লোৱা পদক্ষেপসমূহৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ভাব-বিনিময় কৰিব পাৰে।

সাধাৰণতে চহৰা-চহৰীকৈ থকা দুখন চৰকাৰী বা চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ মাজত 'বিদ্যালয় অংশীদারিত্ব কার্যসূচী' হাতত লোৱা হৈছে। এই কার্যসূচীৰ অধীনত কৰিবলগীয়া কাৰ্যসমূহ এনেধৰণৰ-

- ▶ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় আৰু চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ মাজত শিক্ষকৰ মুকলি ভ্ৰমণৰ আয়োজন কৰা।
- ▶ যুটীয়াভাৱে শৈক্ষিক বিষয়ৰ ওপৰত কৰ্মশালা, আলোচনা চক্ৰৰ আয়োজন কৰা।
- ▶ অংশীদাৰী বিদ্যালয় দুখনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা।
- ▶ দুখন বিদ্যালয়ৰ মাজত শিক্ষকৰ বিনিময় কৰা।
- ▶ যুটীয়াভাৱে বিভিন্ন দিৱস উদ্‌যাপন কৰা।
- ▶ যুটীয়াভাৱে কুইজ, আকস্মিক বক্তৃতা আদি প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন কৰা।
- ▶ দুখন বিদ্যালয়ৰ মাজত নিজৰ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ উত্তম অনুশীলন (best practices)সমূহৰ আদান-প্ৰদান কৰা।
- ▶ পৰিবেশ, উৰু বেচিট্ৰা, জলবায়ু, স্বাস্থ্য, পৰিষ্কাৰ-পৰিষ্কাৰতাৰ ওপৰত সজাগতামূলক অনুষ্ঠানৰ লগতে যুটীয়াভাৱে স্বচ্ছতা অভিযান আয়োজন কৰা।
- ▶ এখন বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকে ফলপ্ৰসূ শিক্ষকৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা উদ্ভাৱনীমূলক পদক্ষেপসমূহ আনখন বিদ্যালয়লৈ গৈ উপস্থাপন কৰা।
- ▶ যুটীয়াভাৱে স্থানীয় কলা, শিল্প, সংগীত আদিৰ প্ৰসাৰ কৰা।
- ▶ জীৱিকাৰ স্থানীয় সুবিধাসমূহৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰা।
- ▶ জীৱন সম্বন্ধীয় দক্ষতাৰ অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰা।

অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা

অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা ব্যবস্থা হৈছে বিদ্যালয়ৰ সকলো কাৰ্যসূচীত সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সমান অংশগ্ৰহণ।

সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত সন্নিবিষ্ট হৈ আছে-

- বিশেষভাবে সক্ষম শিশু
- বিভিন্ন ভাষা-ভাষী তথা জাতি, জনজাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ নিৰ্ভিৰশেষে শিশু
- প্ৰথৰ মেধাসম্পন্ন শিশুৰ লগতে কম মেধাসম্পন্ন শিশু
- কন্যা শিশু

অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাত বিভিন্ন ধৰণৰ শিশুসকলৰ বিকাশৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি শিক্ষকে শ্ৰেণীকোঠাৰ সামগ্ৰিক বাতাব্যন সালসলনি কৰি ল'ব পাৰে।

শ্ৰেণীকোঠাৰ সামগ্ৰিক পৰিসৰত সন্নিবিষ্ট বিভিন্ন দিশসমূহ হ'ল-

- শ্ৰেণীকোঠাৰ ব্যবস্থাপনা
- পাঠ্যক্রম
- পাঠ্যপুথি
- শিক্ষক-শিকন সামগ্ৰী
- শিক্ষণ পদ্ধতি
- মান নিৰূপণ
- শিক্ষকৰ ধনাত্মক মনোভাৱ আদি।

অবিৰত আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়ন

- অবিৰত আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ দিশটোক সঠিকভাৱে নিৰূপণ কৰাত সহায় কৰে।
- এই ব্যবস্থা হৈছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বৈদিক, শাৰীৰিক, আৱেগিক, সামাজিক আৰু সৃষ্টিমূলক মানসিকতা বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে।
- অবিৰত আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়ন ব্যবস্থাই শিকাকল চিন্তা আৰু বোধশক্তিৰ উন্মেষ ঘটাত সহায় কৰে।
- অবিৰত মূল্যায়নৰ অৰ্থ হ'ল বিৰতিহীনভাৱে কৰা মূল্যায়ন, য'ত শিকাকলৰ পূৰ্বৰ শিকণ স্থিতিৰ পৰিৱৰ্তন নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ লগতে শিকণ ব্যৱধানসমূহো নথিভুক্ত কৰি বিশ্লেষণ কৰা হয় আৰু প্ৰতিকৰণৰ উপায় নিৰ্ণয় কৰা হয়।
- সামগ্ৰিক মূল্যায়নে এইটো নিশ্চিত কৰে যে অকল পুথিগত শিক্ষাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক গুণগত শিক্ষা প্ৰদান কৰিব নোৱাৰে যদিহে তাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত আৰু সামাজিক গুণৰাজিৰ বিকাশ ঘটোৱা নহয়। অৰ্থাৎ সামগ্ৰিক মূল্যায়নে এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ সকলো দিশৰ অগ্ৰগতিৰ সঠিক পৰ্যালোচনা কৰে।
- অবিৰত আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়নৰ লগত জড়িত কেইটামান উল্লেখযোগ্য দিশ—
- শিক্ষক-শিকন প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ লগে লগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ গুণগত দিশৰ সফলতা—অৰ্থাৎ শিকোৱা কথাখিনি কিমানদূৰ আয়ত্ত কৰিব পাৰিছে তাক জুখি চোৱা অবিৰত আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়নৰ প্ৰধান লক্ষ্য।
- নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বক্তৃতাৰ্থক কি পৰ্যায়লৈ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে তাৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি যথাযথ ব্যবস্থা লোৱাৰ সুযোগ পোৱা যায়।
- 'সামগ্ৰিক' শব্দটোৰ দ্বাৰা মূল্যায়নত সমগ্ৰ পাঠ্যক্রম সামৰাৰ কথা বুজোৱা হৈছে যদিও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সামৰ্থ আৰু অভিকৰ্তি থকা বিষয়ৰহে অগ্ৰগতিৰ মূল্যায়ন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে।
- ইয়াৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ব্যক্তিগত বিকাশ, উদাহৰণস্বৰূপে— শিকনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ মনোভাৱ, সামাজিক আদান-প্ৰদান, আৱেগিক নিয়ন্ত্ৰণ, অভিব্যক্তি, স্বাস্থ্য, সৱলতা আৰু দুৰ্বলতা ইত্যাদি দিশৰ উন্নীতকৰণত সহায় কৰাৰ ওপৰতহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। এইক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আনৰ সৈতে তুলনা কৰাতকৈ নিজে আগতকৈ কিমানখিনি আগবাঢ়িছে সেই কথাৰে কৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উদ্বিগ্ন দিয়া উচিত।

অবিৰত আৰু সামগ্ৰিক মূল্যায়নৰ আহিলা —

- ১) মৌখিক প্ৰশ্ন
- ২) লিখিত প্ৰশ্ন
- ৩) ক্ৰিয়াকলাপ
- ৪) প্ৰকল্প
- ৫) দৰ্শীয় কাৰ্য
- ৬) পৰ্যবেক্ষণ/নিৰীক্ষণ তালিকা
- ৭) ক্ষেত্ৰ অধ্যয়ন
- ৮) কুইজ/আকস্মিক বক্তৃতা/তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা ইত্যাদি

শিক্ষকে বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া কথা (শিক্ষকৰ প্ৰতিফলন) :

- ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন ক্ৰিয়াকলাপত সম্পূৰ্ণভাৱে জড়িত কৰিব পাৰিছোঁনে?
- তেওঁলোকে উপযুক্তভাৱে শিকিব পাৰিছোঁনে?
- তেওঁলোকৰ বিভিন্ন প্ৰয়োজন বুজিব পাৰিছোঁনে?
- শ্ৰেণীত কোনোবা ছাত্ৰ-ছাত্ৰী বুজি নোপোৱাকৈ আছে নেকি? তেওঁলোকৰ মনোযোগ আৰুৰ্ণণ কৰি শিকন কাৰ্যত অধিক আগ্ৰহীয় কৰিবলৈ কি কি ব্যৱস্থা হাতত ল'ব পাৰোঁ?

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ২০২০ (NEP 2020) ৰ কেইটামান উল্লেখনীয় পৰামৰ্শ

- ৫+৩+৩+৪ গাঁথনি অনুসৰি বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্রমিক স্তৰ -
 - ক) বুলিঙ্গীয়া (Foundational) পৰ্যায় - ৫ বছৰ ১ ত বছৰ (অপেনৱাদী/গ্ৰাম-বিদ্যালয়/বাল বাটিকা [৩-৬ বছৰ]) আৰু ২ বছৰ (প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় শ্ৰেণী [৬-৮ বছৰ])
 - খ) প্ৰস্তুতিমূলক (Preparatory) পৰ্যায় - ৩ বছৰ (তৃতীয়, চতুৰ্থ আৰু পঞ্চম শ্ৰেণী [৮-১১ বছৰ])
 - গ) মধ্যম (Middle) পৰ্যায় - ৩ বছৰ (ষষ্ঠ, সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণী [১১-১৪ বছৰ])
 - ঘ) মাধ্যমিক (Secondary) পৰ্যায় - ৪ বছৰ (নৱম, দশম, একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী [১৪-১৮ বছৰ])
- ২০৩০ চনৰ ভিতৰত গুণসম্পন্ন পূৰ্ব শৈশৱ, বিকাশ, যতন আৰু শিক্ষাৰ সৰ্বজনীন ব্যৱস্থা কৰা যাতে প্ৰথম শ্ৰেণীত নামভৰ্তি কৰা সকলো শিশুয়েই বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে সাজু হৈ উঠে।
- বুলিঙ্গীয়া সাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতাৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দি 'নিগুন' ভাৱত 'মিছন' জৰিয়তে ২০২৫ চনৰ ভিতৰত তৃতীয় শ্ৰেণীলৈ প্ৰত্যেক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বুলিঙ্গীয়া সাক্ষৰতা আৰু সাংখ্যিকতাৰ ধাৰণা নিশ্চিত কৰা।
- শিক্ষাৰ লক্ষ্য অকল বৈদিক বিকাশতেই সীমাবদ্ধ নাবাৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সু-চৰিত্ৰ গঠন আৰু একবিশেষ শক্তিকৰণ কৌশলসমূহেৰে তেওঁলোকক সক্ষম কৰি তোলাত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা।
- অধ্যয়নৰ বেছিভাগ বিষয় নিৰ্ণাৰিত ক্ষেত্ৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পছন্দ আৰু আগ্ৰহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিয়মিত পাঠ্যক্রম, বহিৰ্ভূত পাঠ্যক্রম বা সহ-পাঠ্যক্রম, কলা, বিজ্ঞান, বৃত্তিমূলক তথা অন্যান্য শৈক্ষিক শাখাৰ মাজত কোনো ধৰণৰ কঠোৰ বিভাজন নথকা।
- স্কুলৰ সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ১০০% টীকাৰূপে আৰু নিয়মিত স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ লগতে এই কাৰ্যৰ নিৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰত্যেককে স্বাস্থ্যপ্ৰদ গ্ৰহণ কৰা।
- নিজৰ বৃত্তিগত প্ৰয়োজনত প্ৰতিগৰাকী শিক্ষকে বছৰি অন্তত ৫০ ঘণ্টা সময় অবিৰত বৃত্তিগত বিকাশৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচনা কৰা।
- দেশৰ প্ৰতিগৰাকী শিশুৰ 'এক ভাৱত শ্ৰেষ্ঠ ভাৱত' কাৰ্যসূচীৰ অধীনত য'ত শ্ৰেণীৰপৰা অষ্টম শ্ৰেণীৰ ভিতৰত 'ভাৱতৰ ভাষা' নামৰ আনন্দপ্ৰায়ক প্ৰকল্প/ক্ৰিয়াকলাপত অংশগ্ৰহণ কৰা।
- বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা শিশু আৰু কিশোৰ বিশেষকৈ কন্যা শিশুৰ সুবক্ষা আৰু অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে মনোযোগ দিয়া। বিশেষকৈ সৰু মুখাৰি হোৱা বিভিন্নধৰণৰ জটিল সমস্যা যেনে- নিত্যসক্তি, বৈষম্য, শাৰীৰিক ও মানসিক নিৰ্বাচন আৰু হিচাপ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ অধিকাৰ বা সুবক্ষাৰ বাবে এক নিকা, দক্ষ আৰু নিৰাপন্ন পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰা।
- ১০) দীক্ষা (DIKSHA) ত সন্নিবিষ্ট হৈ থকা ই-সমলসমূহ ছাত্ৰ অংশত ভাগ কৰা হ'ব- NCERT ৰ পাঠ্যপুথিৰ আধাৰত, SCERT ৰ পাঠ্যপুথিৰ আধাৰত, শিকন ফলাফল তিত্তিক প্ৰশ্নোত্তৰৰ আধাৰত, শিক্ষকৰ বৃত্তিগত বিকাশৰ আধাৰত, ভাৰ্চুৱেল লেৰ আৰু বিদ্যালয়ৰ সমলৰ আধাৰত। ২০২১-২২ শৈক্ষিক বৰ্ষৰপৰা এই সমলসমূহ বিস্তৃত ৰূপত দীক্ষাৰ উপলব্ধ হৈ আছে।

শিশুৰ শিকন নিশ্চিতকৰণৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে গ্ৰহণ কৰা ডিজিটেল পদক্ষেপসমূহ

□ সৰ্বলীকৃত পাঠ্যপুথি (Energized Textbook):

পাঠ্যপুথিসমূহত QR কোড সন্নিবিষ্ট কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। শিক্ষক আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ স্মাৰ্ট ফোনৰ সহায়ত এই QR কোড স্কেন কৰি ডিজিটেল সমলসমূহ ইন্টাৰনেটত চোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব।

• এই পৰ্যায় অসমৰ ১৫২ খন নিৰ্বাচিত পাঠ্যপুথিত QR কোড সন্নিবিষ্ট কৰি তাৰ লগত দীক্ষাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা ই-সমলসমূহ সংযুক্ত কৰা হৈছে।

□ দীক্ষা (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing):

পিএম ই বিদ্যা (PM e-Vidya) নামৰ ডিজিটেল কাৰ্যসূচীৰ অধীনত অসম চৰকাৰে 'দীক্ষা, অসম' নামৰ ৱেব পৰ্টেল এটা মুকলি কৰিছে। সমগ্ৰ অসমৰ শিক্ষক আৰু শিক্ষক প্ৰশিক্ষকসকলে প্ৰস্তুত কৰা প্ৰায় ৬০০০ ই-সমল এই পৰ্টেলত আপল'ড কৰা হৈছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্ব-মূল্যায়নৰ সকলো এই পৰ্টেলত আপল'ড কৰা হৈছে। স্বয়মপ্ৰভা চেনেলযোগে প্ৰচাৰিত ডিজিটেল আৰু আকাশবাণীযোগে প্ৰচাৰিত অডিঅ' ক্লাছসমূহে দীক্ষা, অসম পৰ্টেলত আপল'ড কৰা হৈছে। শিক্ষক আৰু শিক্ষক প্ৰশিক্ষকসকলৰ সামৰ্থ বিকাশ (Capacity Building)ৰ বাবে অনলাইন প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যাতে ই-সমলসমূহ সঠিকভাৱে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে।

• শিক্ষক, ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলে স্মাৰ্ট ফোনত DIKSHA APP ডাউনল'ড কৰি তাত থকা scanner ৰ সহায়ত QR কোডসমূহ scan কৰি পাঠ্যপুথিত সন্নিবিষ্ট কৰা ই-সমল চাব পাৰিব।

□ স্বয়মপ্ৰভা (Swayamprabha):

ভাৰত চৰকাৰৰ পিএম ই বিদ্যা (PM e-Vidya) 'এক শ্ৰেণী, এক চেনেল' কাৰ্যসূচীৰ আধাৰত অসম চৰকাৰে ২০২০ চনৰ ২৪ মে'ৰপৰা স্বয়মপ্ৰভা টি ভি চি জৰিয়তে অসমীয়া মাধ্যমত প্ৰাথমিকৰপৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্তৰলৈ ডিজিটাল পাঠদান ব্যৱস্থা কৰিছে।

□ জ্ঞানবৃক্ষ:

• AEC আৰু GIPL নামৰ দুটা কেবল চেনেলৰ যোগেদি প্ৰথম শ্ৰেণীৰপৰা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে অডিঅ' শিকনৰ ব্যৱস্থা কৰা লাইভ পাঠদানৰ সম্প্ৰচাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।

• এই পাঠসমূহ জিঅ'টিভিৰ যোগেদিও সম্প্ৰচাৰ কৰা হৈছে।

• শেহতীয়াকৈ 'জ্ঞানবৃক্ষ' ৰ শ্ৰেণীসমূহ ইন্টাৰনেট আৰু ফেচবুকৰ যোগেদি লাইভ সম্প্ৰচাৰ দিয়া কৰা হৈছে।

□ বিশ্ববিদ্যা, অসম ইন্টাৰটেল চেনেল:

য'ত শ্ৰেণীৰপৰা দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এই ইন্টাৰটেল চেনেল আৰম্ভ কৰা হৈছে। ইয়াত বিজ্ঞান, গণিত, ইংৰাজী, ব্যাকৰণ, শব্দ সম্ভাৰ আদিৰ ই-সমলসমূহ ৰখা হৈছে। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সহজতে এইবোৰ চাব পাৰে বা ডাউনল'ড কৰি ল'ব পাৰে।

তদুপৰি সময়ে সময়ে 'বেডিঅ' আৰু দুৰদৰ্শনযোগে দুশ্বা-শ্বাৰ্য পাঠৰ সম্প্ৰচাৰৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হয়।

বিদ্যালয়ত যুথ আৰু ইক'ক্লাব (যুৱ আৰু পাৰিপাৰ্শ্বিক সংঘ) ৰ অধীনত কৰিবলগীয়া ক্ৰিয়াকলাপসমূহ

যুথ ক্লাবৰ ক্ৰিয়াকলাপ- স্কুলৰ সময়ৰ ভিতৰত খেল-খেলাৰি আয়োজন, পুথিভঁৰালৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা, নৃত্য, গীত, নাট, মুকাভিনয়ৰ ব্যৱস্থা, কবিতা আবৃত্তি, চমু বক্তৃতা, আকস্মিক বক্তৃতা, চিত্ৰকলা আৰু ব্যৱস্থা, ক'লাজ, তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা, কুইজ, হস্তকলা (মাটি, কাগজ, বাঁহ, প্লাষ্টিক আদি সামগ্ৰীৰে), পেলনীয়া সামগ্ৰীৰে বস্ত্ৰ নিৰ্মাণ, বিজ্ঞান প্ৰদৰ্শনী/গণিত প্ৰদৰ্শনী, শ্ল'গান লিখন/প'ষ্টাৰ লিখন/বাণী লিখন, ব্যায়াম, যোগাসন, কাৰিকৰী কৌশলৰ ওপৰত কৰ্মশালাৰ আয়োজন, শ্ৰেণীকোঠাৰ ৰূপসজ্জা গঢ়া।

ইক'ক্লাবৰ ক্ৰিয়াকলাপ- ফুল, ফল শাক-পাচলিৰ বাগিচা তৈয়াৰ কৰাত সহযোগিতা কৰা, পৰিবেশ ৰক্ষাৰ সজাগতা অনুষ্ঠান, পাৰিপাৰ্শ্বিকতা ৰক্ষাৰ বাবে প্ৰকল্প, স্বাস্থ্য সজাগতা সভা/কেম্প, জলশক্তি সংৰক্ষণ সজাগতা আৰু প্ৰকল্পৰ অধীনত আৰ্হি প্ৰস্তুত, জলবায়ু সুবক্ষা, দুৰ্যোগ সজাগতা আৰু ব্যৱস্থাপনা, বিদ্যালয়ত পুষ্টিৰ আহাৰৰ ব্যৱস্থা, চাফাই অভিযানৰ জৰিয়তে সমাজ সেৱা, সময় সাপেক্ষে ৰাজস্বৰ সভাৰ আয়োজন।

পাঠদান প্ৰক্ৰিয়াত তথ্য-যোগাযোগ প্ৰযুক্তি (ICT) ৰ ব্যৱহাৰ

শিক্ষকে নিজৰ এনড্ৰ'য়ড ম'বাইল ফোনৰ লগতে বিদ্যালয়ত থকা আই টি আই আহিলাসমূহৰ জৰিয়তে বিষয়সমূহৰ পাঠদান মনোগ্ৰাহী কৰিব। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে এনেধৰণৰ আহিলা বাহিৰৰপৰা আনিও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ উপৰি ক'ভিডৰ বাবে হোৱা দীৰ্ঘকালীন স্কুলবন্ধৰ সময়ত শিক্ষকসকলে পাঠ্যপুথিৰ বিষয়বস্তু লগত জড়িত বিভিন্ন ধৰণৰ শৈক্ষিক অডিঅ'/ডিভিঅ' প্ৰস্তুত কৰি হোৱাটহিএপযোগে প্ৰেৰণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। সেই সময়সমূহ এতিয়াও শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি।

নিৰাৰে বিদ্যালয়ত চৰকাৰৰ ফালৰপৰা স্মাৰ্টফোনৰ বাবে স্মাৰ্ট'ব'ড, প্ৰজেক্টৰ আদি যোগান ধৰা হৈছে সেইবোৰ বিদ্যালয়ত সকলো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সুযোগ পোৱাকৈ সপ্তাহে এটা/দুটা পিৰিয়াদত শিক্ষকসকলে নিজ নিজ বিষয়ৰ ওপৰত ওপৰোক্ত সমলসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি পাঠদান কৰিব পাৰে।